

**গবেষণা প্রতিবেদন**

**বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন**

**প্রকাশকাল : ১৮ এপ্রিল ২০২১**

**বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন**

**গবেষণা পর্ষদ**

**কাজী মুস্তাফিজ**

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

কার্যনির্বাহী কমিটি, সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন)

**মনিরা নাজমী জাহান**

আহবায়ক, রিসার্চ সেল, সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন)

**মোহাম্মদ তানভীর আলম শাকিল মোহাম্মদ জাহিদ হাসান**

রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার

**রাহাত হোসাইন আঃ মান্নান গোমস্তা**

রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার

**মেহেদী হাসান মাহফুজ বিল্লাহ**

রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার

যোগাযোগ:

**সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন)**

 ৫/২ লালমাটিয়া, ব্লক: এ, ফ্ল্যাট: এ৪ (তৃতীয় তলা), মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ ।

 +৮৮০১৯৫৭৬১৬২৬৩

 [info@ccabd.org](mailto:info@ccabd.org), [aidcca@gmail.com](mailto:aidcca@gmail.com)

 [www.ccabd.org](http://www.ccabd.org)

**বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন**

**১. প্রেক্ষাপট**

সময়ের বিবর্তনে প্রতিনিয়ত বাড়ছে প্রযুক্তি-নির্ভরতা, আশীর্বাদ স্বরূপ আবির্ভূত এই প্রযুক্তি এখন যেন পরিণত হচ্ছে আমাদের নিত্য-অভ্যাসে । গতিশীল জীবনপ্রবাহে প্রযুক্তির ইতিবাচকতা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই । তবে এতসব ইতিবাচকতার মাঝেই মানব মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত এই প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব কিংবা প্রয়োগের ফলাফল হিসেবে পুরো পৃথিবীব্যাপী প্রতিদিন ঘটে চলেছে সাইবার অপরাধের মতো ঘৃণিত সব ঘটনা । সাইবার অপরাধজগতের ব্যাপক বিস্তৃতির একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে অনলাইনে যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন কিংবা যৌন সহিংসতার মতো অপরাধ । বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে এই ধরনের অপরাধগুলো সময়ের আবর্তনে আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজগুলোর পাতায় চোখ রাখলেই দেখতে হয় এরকম অসংখ্য ঘৃণ্য-বর্বরোচিত বাস্তবতার।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিরেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা ১০ কোটি ১১ লাখ ৮৬ হাজার এর মধ্যে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সুবিধা ভোগ করছেন ৯ কোটি ৩১ লাখ ১ হাজার জন । ব্রডব্যান্ড সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮০ লাখ ৮৪ হাজার । ওয়াইম্যাক্স সুবিধাভোগী রয়েছেন ২ হাজার জন । ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি অপটিক্যাল ফাইবার সাবমেরিন ক্যাবল যোগাযোগ ব্যবস্থার কনসোর্টিয়ামে (সি-মি-উই ৫) যোগদানের ফলে ইন্টারনেটের গতি বহুগুণে বেড়েছে ।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিদিন এই ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, ভোগ করছেন নানা সুবিধা । বিপুল সংখ্যক এই ব্যবহারকারীর বৃহত্তর একটি অংশ এখনো ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারের ব্যাপারে সচেতন নন । বাস্তবতার আড়ালে গড়ে ওঠা ভার্চুয়াল জগতের একটি বড় অংশ পরিচালিত হয় এই অসচেতন কিংবা অতিউৎসাহী জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়েই । প্রযুক্তির নিত্য সহজলভ্যতাকে বিকৃত চক্রান্তকারী একটি মহল তাদের অপরাধমূলক ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে প্রতিনিয়ত । সাইবার অপরাধগুলোর ভুক্তভোগী হচ্ছেন নারীসমাজের একটি বড় অংশ। যৌন হয়রানি, বিকৃত যৌনাচার আর যৌন নিপীড়নের মতো অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ইন্টারনেটের অবাধ দুনিয়ায়।

প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রয়োজন সচেতনতামূলক জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা । এছাড়াও উৎকৃষ্ট নিরাপত্তার চর্চায় প্রযুক্তির যথাযথ নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষা (প্রাইভেসি) এবং নিরাপদ সাইবার স্পেস নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনসচেতনতা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই । এক্ষেত্রে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় নানাবিধ কর্মপরিকল্পনার আঙ্গিকে পুরো দেশজুড়ে সাইবার সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, জরিপ, প্রায়োগিক ও তত্ত্বীয় গবেষণার মাধ্যমে আগামীর করণীয় নির্ধারণে কাজ করে যাচ্ছে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন) ।

সাইবার অপরাধ-প্রবণতার একটি বড় অংশজুড়ে বিস্তৃত সাইবার স্পেসে যৌন হয়রানি কিংবা যৌন নিপীড়নমূলক হুমকির ঘটনাপ্রবাহের প্রতিচিত্র বিশ্লেষণ এবং এ থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে আশু করণীয় পদক্ষেপগুলো তুলে ধরার প্রয়াসেই রচিত হয়েছে এই প্রতিবেদন ।

**২. গবেষণার উদ্দেশ্য**

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তির এই মহেন্দ্রক্ষণে একুশ শতকের সব বাধা মোকাবেলা করে স্বপ্নের সোনার বাংলা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রত্যয় বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে প্রযুক্তির মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ ও এর থেকে পরিত্রাণের সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণ ছিল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য । সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. প্রযুক্তির মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন প্রকৃতি ও ধরন চিহ্নিত করা ।

২. প্রযুক্তির মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন সম্পর্কে অংশীজনের ধারণা সুস্পষ্টকরণ ও তথ্যচিত্র উপস্থাপন ।

৩. ভুক্তভোগীদের আাইনি সহায়তা প্রাপ্তিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ।

৪. প্রযুক্তির মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারের সুনির্দিষ্ট উপায় বের করা ।

৫. পরবর্তী গবেষণার দ্বার উন্মোচন ।

৬. প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রদান ।

৭. নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তির মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনে সরকার ও ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানো ।

**৩. গবেষণা পদ্ধতি ও ধরন**

মিশ্র পদ্ধতি কাঠামো অনুযায়ী এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে । এখানে পরিমাণগত বিশ্লেষণ এবং কন্টেন্ট বিশ্লেষণের সম্মিলিত মাধ্যমে গবেষণাটি সম্পাদনা করা হয়েছে । গবেষণার জন্য সেকেন্ডারি ডাটা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করার জন্য গত এক বছর, ২০২০ সালের জাতীয় এবং আঞ্চলিক মোট ১৬ টি দৈনিক পত্রিকা অধ্যয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ৬ টি আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকা । দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের যৌন নিপীড়নের খবরগুলোর তথ্য যাচাই বাছাই করে মোট ১৫৪ টি যৌন নিপীড়নের ঘটনাকে গবেষণার জন্য বাছাই করা হয়েছে ।

**৪. বিশ্লেষণ কাঠামো**

গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহের সাথে সংগতি রেখে কিছু নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে । সংগৃহীত তথ্যগুলো থেকে অপরাধ সংঘটনের কারণ, ভুক্তভোগীর জেন্ডার/লিঙ্গ ও বয়স কাঠামো, অভিযুক্তের সাথে সম্পর্ক, আইনি পদক্ষেপের ধরন, কন্টেন্টের ধরন ও সংগ্রহের প্রক্রিয়া, কন্টেন্ট ছড়ানোর প্রক্রিয়া, অপরাধের ফলাফল ইত্যাদি নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

**৫. ফলাফল**

প্রযুক্তির অপপ্রয়োগের দ্বারা সাইবার স্পেসে যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন-নিপীড়ন ক্রমশ বেড়েই চলেছে । ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯- এ ঢাকা ট্রিবিউনের একটি প্রতিবেদনে উঠে আসে, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাইবার নিরাপত্তা ও অপরাধ বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মিশুক চাকমার ভাষ্য অনুযায়ী, অনলাইনে যৌন হয়রানির শিকার রাজধানীতে বসবাসরত নারীদের বেশিরভাগেরই বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে । এসব নারীর মধ্যে বেশিরভাগ যৌন হয়রানি, হ্যাকিং, সাইবার পর্ণগ্রাফি ও ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হন ।

এই প্রতিবেদনে আমরা দেশব্যাপী জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাশাপাশি স্থানীয় উল্লেখযোগ্য পত্রিকার পাতাগুলোতে ২০২০ সালে প্রকাশিত হওয়া “অনলাইন সেক্সচুয়াল অ্যাবিউজ তথা সাইবার স্পেসে যৌন নিপীড়ন সম্পর্কিত” খবরগুলোকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে গত বছরের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারনা অর্জনে সক্ষম হয়েছি । যেখান থেকে গত এক বছরে পুরো দেশব্যাপী এ ধরনের অপরাধপ্রবনতা, অপরাধীর আদ্যোপান্ত, ভুক্তভোগীর অবস্থান ও হয়রানির মাত্রা এবং সামগ্রিক অর্থে সাইবার স্পেসে ব্যক্তির নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোকে সামনে আনা সম্ভব হয় ।

**৫.১ ভুক্তভোগীর পরিসংখ্যান**

বিশ্লেষণকৃত উপাত্তের আলোকে দেখা যায় যে, সাইবার স্পেসে যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে মোট ১৫৪ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে ৯২.২০ শতাংশ ভুক্তভোগীই নারী ।

বয়স অনুযায়ী ভুক্তভোগীর সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক ভুক্তভোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যা প্রায় ৫৬.৪৯ শতাংশ । দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাস্তব যে, প্রাপ্ত ভুক্তভোগীর সংখ্যার প্রায় ৩২.৪৭ শতাংশ অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের নিচে) ।

উল্লেখ্য, জেন্ডারভিত্তিক ভুক্তভোগীর বয়স বিশ্লেষণে লক্ষণীয় ১৮ থেকে ৩০ বছর এবং ১৮ বছরের নিচে নারী ভুক্তভোগীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু ৩০ বছরের অধিক বয়স্ক ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রে পুরুষের সংখ্যা অধিক ।

**৫.২ অঞ্চলভেদে ভুক্তভোগীর সংখ্যা**

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি যৌন নিপীড়নের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে ঢাকা বিভাগে, যার পরিমাণ ৩৩.১২%, এর পরেই ১৬.৮৮% নিয়েই অবস্থান করছে চট্টগ্রাম । এছাড়া জেলা অনুযায়ী যৌন নিপীড়নের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ যৌন নিপীড়নের ঘটনাগুলো বিভাগীয় শহরে ঘটছে।

**৫.৩ যৌন নিপীড়নের ধরন ও পরিণতি**

যৌন নিপীড়নমূলক অপরাধপ্রবনতার মধ্যে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, আত্মহত্যার চেষ্টা, যৌনপণ, হত্যা-চেষ্টার মতো ঘটনাগুলোকে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হয়রানিমূলক যৌন নিপীড়নের সংখ্যা শতকরা ৬২.৯৯ শতাংশ, যা সর্বাপেক্ষা বেশি । অন্যদিকে, ধর্ষণের শিকার এমন ভুক্তভোগীর সংখ্যা শতকরা ১৫.৫৮ শতাংশ, যৌনপন ১৩.৬৪ %, আত্মহত্যা ৩.২৫ %, আত্মহত্যার চেষ্টা ১.৯৫ %, খুনের চেষ্টা ০.৬৫ % এবং অন্যান্য ১.৯৫ % ।

**৫.৪ সাইবার স্পেসে যৌন নিপীড়নমূলক অপরাধগুলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম**

সাইবার স্পেসে যৌন নিপীড়নমূলক অপরাধগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং ভুক্তভোগীকে নিষ্ক্রিয় কিংবা হয়রানিমূলক পরিস্থিতিতে ফেলতে নিপীড়নকারী গোপনে, চাপ প্রয়োগ করে কিংবা প্রতারণা-প্রলোভনের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন আপত্তিকর বিকৃত কন্টেন্ট সংগ্রহ করতে যে মাধ্যমগুলো হাতিয়ার হিসাবে ব্যাবহার করে তার বিশ্লেষণমূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরলে দেখা যায় যে ভিডিও এবং স্থির চিত্র আকারে ধারনকৃত কন্টেন্টের সংখ্যা যথাক্রমে ৫১.৯১% এবং ৩৫.৫২%, যা অন্যান্য মাধ্যমের বিবেচনায় তুলনামূলক সর্বাধিক ।

যৌন নিপীড়নমূলক কন্টেন্টগুলোর মধ্যে ৩৫.৭১% প্রকাশ্যে সাইবার স্পেসে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে । ৪০.৯১% ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নকারী কন্টেন্ট ব্যক্তিগতভাবে ভুক্তভোগীকে প্রদান করে তার উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করেছে ।

যৌন নিপীড়নমূলক কন্টেন্টগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিপীড়নকারী যে মাধ্যম এবং কৌশলগুলো অবলম্বন করে এবং তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয় তার পরিসংখ্যানমূলক সুনির্দিষ্ট তথ্যচিত্র নিম্নরুপঃ

উপস্থাপিত উপাত্তের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা যায় যে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সর্বাধিক সংখ্যক কন্টেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে, কিন্তু এক্ষেত্রে নিপীড়নকারী আশ্রয় নিচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের কুট কৌশল ও প্রতারণার ।

**৫.৫ ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে সম্পর্কের ধরন**

ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যেকার বিদ্যমান সম্পর্ক বিবেচনায় নিলে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫.৭১% ক্ষেত্রে অপরাধী ভুক্তভোগীর পূর্বপরিচিত । এছাড়া প্রায় ৩৩.৭৭% ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে প্রেম ঘটিত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । অন্যদিকে অপরিচিত নিপীড়নকারীর দ্বারা আক্রান্ত ভুক্তভোগীর সংখ্যা শতকরা ১৪.২৯ শতাংশ ।

**৫.৬ যৌন নিপীড়নের কারণ**

যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে অন্যতম মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ৬৩.০৭% ঘটনায় । পাশাপাশি কারণ হিসেবে প্রতিশোধমূলক প্রবৃত্তি ৬.২৫% ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার প্রবণতা লক্ষণীয় ২৩.৮৬% ক্ষেত্রে । এছাড়াও চাকরির বদলি সংক্রান্ত তদবির, খামখেয়ালিপনা এবং অন্যান্য বিবিধ কারণগুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে যথাক্রমে ০.৫৭, ০.৫৭ এবং ৫.৬৮ শতাংশ ক্ষেত্রে ।

**৫.৭ ভিক্টিমের তথা ভুক্তভোগীর আইনি পদক্ষেপ**

সাইবার স্পেসে যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের মধ্যে শতকরা ৬২.৩৪ % নিপীড়নকারীর বিরুদ্ধে মামলার আশ্রয় নিয়েছেন । সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট থানায় ডায়েরী করেছেন ৪.৫৫ %, অভিযোগকারীর সংখ্যা শতকরা ২৪.৬৮ শতাংশ, কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি এমন ভুক্তভোগী শতকরা ৫.১৯ শতাংশ, নিপীড়ন-পরবর্তী ভুক্তভোগীর পদক্ষেপের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এমন ঘটনা ৩.২৫ % ।

উল্লেখ্য যে, যৌন নিপীড়ন পরবর্তী সময়ে কোনো পদক্ষেপ না নেয়া ভুক্তভোগীর সংখ্যা বাস্তবিক অর্থে ব্যাপক কিন্তু জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত অধিকাংশ ঘটনা বহুল আলোচিত হয়ে থাকে যে কারনে এই প্রতিবেদনের পরিসংখ্যানে তুলনামূলক ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে ।

**৬. প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সুপারিশ**

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতাসহ নানাবিধ প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা তৈরীর ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে দেশে, যা ভুয়সী প্রশংসনীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য । তবে ইন্টারনেটের এই কাটাতারবিহীন জগতে প্রতিনিয়ত যুক্ত হতে থাকা নতুন সব অবয়বের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে । সাইবার স্পেসে যে কোনো প্রকার নেতিবাচক প্রবৃত্তি কিংবা যৌন নিপীড়ন-হয়রানির মতন স্পর্শকাতর বিষয়গুলো থেকে রক্ষা করতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ সচেতনতা ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সুর্নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কৌশলগত অবস্থান নিশ্চিতকরণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এক্ষেত্রে সরকার ও সংশ্লিষ্টমহল কর্তৃক করণীয় পদক্ষেপগুলো সুপারিশক্রমে নিম্নবর্নিত হলো :

**৬.১. সচেতনতামূলক কার্যক্রম :**

সাইবার স্পেসে অপরাধমূলক কার্যক্রম বন্ধে এবং সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে । এক্ষেত্রে সাইবার স্পেসে যৌন হয়রানি-নিপীড়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িতদের ব্যাপারে সকলকে অবহিত করতে হবে, ভিকটিম ব্লেমিংয়ের যে সংস্কৃতি আমাদের সমাজে বিদ্যমান, তার খোলস থেকে বের হয়ে এসে, সাইবার স্পেসে এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে । সাইবার বুলিংয়ের শিকার নারী-জনগোষ্টির আড়ালে থাকার যে প্রবণতা তা মুলত সমাজের তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই । সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনেও সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে ।

**৬.১.১. আইন**

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (২০১৮) ও পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন (২০১২) এর সাথে জনসাধারণের সম্পর্ক তৈরীতে কাজ করতে হবে । এ সম্পর্কীত আইন যে বর্তমানে দেশে বিদ্যমান, এ ব্যাপারে অনেকেই ওয়াকিবহাল নন, যা দুঃখজনক । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৬৩ শতাংশ ভুক্তভোগী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ সম্পর্কে ধারণা রাখেন না । ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন- ২০১৮ এর আওতায় সাইবার স্পেসে একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কর্মপরিধি কতটুকু হতে পারবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা বিদ্যমান, যা থেকে সাইবার স্পেসে যে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা যেতে পারে । তেমনিভাবে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের মতো আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ভিকটিম ব্লেমিংয়ের যে অসুস্থ-সংস্কৃতি তা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব, পাশাপাশি ভিকটিমের প্রতি যথাযথ আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব ।

**৬.১.২. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ**

সাইবার স্পেসে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশেষায়িতভাবে কাজ করে যাচ্ছে সাইবার ক্রাইম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো । এ ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া সম্ভব হলে, সাইবার সুরক্ষাবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম বা কর্মসূচী নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ইন্টারনেটের যথাযথ ব্যবহার, স্প্যাম বা কুচক্রীমহলের প্ররোচনা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে সকলের সচেতনতা তৈরী করা সম্ভব হবে । নিজ উদ্যোগে এগিয়ে আসা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মস্পৃহাকে আরো বেগবান করে তুলতে প্রয়োজন যথাযথ রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা । সাইবার নিরাপত্তা ও অপরাধ বিষয়ে কাজ করা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে পারস্পারিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে সচেতনামূলক কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে । এতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

**৬.১.৩. গণমাধ্যম**

একটি জাতির বিবেকের আয়না বলা যেতে পারে গণমাধ্যমগুলোকেই । যে কোনো জাতীয় কিংবা সামাজিক ইস্যুতেই গণমাধ্যমের ভুমিকা অগ্রগণ্য । সাইবার স্পেসে যৌণ হয়রানি কিংবা যৌণ নিপীড়ণের মতো ঘটনাগুলোকে জনগণের সামনে এনে অপরাধীর খোলস উন্মোচনে গণমাধ্যম যেভাবে ভুয়সী পদক্ষেপ রাখতে পারে, তেমনিভাবে এ ধরণের অপরাধপ্রবণতা থেকে সমাজের মানুষকে দুরে রাখতে প্রয়োজনীয় গণসচেতনতামূলক কর্মকান্ডও সবচেয়ে সফলভাবে পরিচালনা করতে পারে গণমাধ্যমগুলো । সাধারণ মানুষের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত গণমাধ্যমগুলোর ভুমিকা তাই বেশ গুরুত্ব বহন করে । প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ, ইন্টারনেটের সুবিশাল জগতে ব্যবহারকারীর বুদ্ধিমত্তা, কর্মপরিধি, ব্যক্তিগত সুরক্ষার মতন বিষয়গুলোকে সামনে তুলে ধরতে গণমাধ্যমকে আরো স্বতঃস্ফূর্ত ভুমিকা পালন করতে হবে । এক্ষেত্রেও, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এ ধরনের উদ্যোগকে আরও ফলপ্রসু করে তুলতে পারে ।

**৬.২. নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ :**

সাইবার স্পেসে যৌন নিপীড়নের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভুক্তভোগী পরিচিত জনের থেকে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে । নারী পুরুষের সম্মিলিত কর্মক্ষেত্রগুলোতে এর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । সব ধরণের কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সুরক্ষিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে আলাদা কর্ম পরিবেশ বিশেষ করে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মতো জনবহুল কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের ঘটনা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারে । এছাড়া কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ এবং অন্যান্য কাজে বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত একাউন্ট ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিৎ । কোনো কাজে ব্যক্তিগত একাউন্ট ব্যবহার করলেও, ব্যবহার শেষে সঠিক ভাবে লগ আউট করতে হবে । এছাড়া অফিস আচরণবিধিতে সহকর্মী দ্বারা সরাসরি যৌন নিপীড়িত হওয়ার সাথে সাথে অনলাইনে বা সাইবার স্পেসে যৌন নিপীড়িত হলে, অপরাধীকে কি ধরণের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে এবং ভুক্তভোগীকে সর্বাত্মক সহযোগিতার ব্যাপারে উল্লেখ রাখতে হবে । সহকর্মী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং নিম্নস্থ কর্মচারী সবার সম্মিলিত সহযোগিতায় নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সম্ভব ।

**৬.৩. বিকৃত যৌনাচার কিংবা বিকৃত যৌনপ্রবৃত্তিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সেক্স-এডুকেশন :**

ইন্টারনেটের দ্রুত বিস্তার এর ফলে পর্নোগ্রাফি সহজলভ্যতা লাভ করেছে এবং এই পর্নোগ্রাফি বিকৃত যৌনাচার বৃদ্ধির প্রধান কারণ, বিশেষ করে যুব সমাজের নিকট । বিকৃত যৌনাচারের ফলে বিভিন্ন ধরণের প্রাণঘাতী রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে এবং যৌন অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনকি মৃত্যুও হচ্ছে যার প্রমান আমরা বিভিন্ন ধরণের পত্রপত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি । এইসব বিকৃত যৌনাচার থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সঠিক যৌন শিক্ষা । যৌন শিক্ষার প্রকৃত সময় হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল । সেজন্য স্কুল জীবন থেকেই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি যৌন শিক্ষা দেয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়া বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সচেতনামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে যৌন শিক্ষা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করা প্রয়োজন বিশেষ করে উঠতি কিশোর-কিশোরীদের অভিভাবকদের যাতে তারা তাদের সন্তানকে বিকৃত যৌনাচার এবং এর কুকর্ম থেকে নিরাপদ রাখতে পারে ।

**৬.৪. যথাযথ ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিতকরণ :**

বর্তমান সময়ে দিন দিন বিভিন্ন ধরণের যৌন নিপীড়নমূলক অপরাধের বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ধর্মীয় শিক্ষার অভাব । ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা রোধ করা সম্ভব, কারণ সব ধর্মের মূলেই রয়েছে মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের কথা, সত্যের পথে চলা, অন্যায়-অত্যাচার হতে বিরত থাকা, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নানা বিধিনিষেধসহ পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নির্দেশনা । ধর্মের কারণেই মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করে, মানুষের সাথে মানবিক আচরণ করে । সেজন্য সবাইকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। বর্তমান সমাজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কেউ কেউ ধর্মীয় শিক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না । তারা শুধু আইন দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা রক্ষার কথা বলেন । কিন্তু সমাজের অপরাধচিত্র, আর মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিরোধ-বিদ্বেষ-বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্কই বলে দেয় ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ।

**৬.৫. সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধি :**

বর্তমান পৃথিবী তথ্য ও প্রযুক্তিতে অনেক বেশি উন্নত । সেই সাথে বাড়ছে সাইবার অপরাধও । আইন শৃংঙ্খলা বাহিনীকে সাইবার বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ দিতে হবে । তাদেরকে বিভিন্ন সাইবার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে । সাইবার অপরাধ ও হুমকি প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে । প্রত্যেক পুলিশ অফিসারদের সাইবার বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে । তাদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এবং কিভাবে অপরাধ সংগঠিত হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে ।প্রত্যেক আইন শৃংঙ্খলা বাহিনীর নিজস্ব সাইবার বিভাগ থাকবে । যেগুলো অপরাধীর আক্রমণ পরিকল্পনা ও ঘটে যাওয়া ঘটনা বিষয়ে তদন্ত করবে । পর্যায়ক্রমে সাইবার বিভাগগুলোকে থানা পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে, যাতে সাধারণ জনগণ অতি সহজে সাইবার অপরাধের প্রতিকার পেতে পারে ।

**৬.৬. ভুক্তভোগী ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিতকরণ** :

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে অনেক সময় ভুক্তভোগী তাদের সাথে ঘটে যাওয়া যৌন নিপীড়নের সঠিক বিচার পায় না । এমনকি আইন প্রয়োগকারী তাদেরকে এমনভাবে জিঙ্গাসাবাদ করে, তাদের কাছে মনে হয় তারা দ্বিতীয়বার নির্যাতনের শিকার হচ্ছে । এজন্য ভুক্তভোগী ও আইনপ্রয়োগকারীদের মধ্যে আস্থার যায়গা দূর্বল হয়ে পড়ছে । আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এই দূর্বল যায়গা সবল করে জনগণের কাধে-কাধ মিলিয়ে কাজ করা উচিৎ । এভাবে সাধারণ মানুষের সাথে কাজ করলে তাদের আস্থার জায়গা বৃদ্ধি পাবে এবং অপরাধ বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব হবে ।

**৬.৭. বেকারত্ব দুরীকরণ ও অপরাধপ্রবণ বয়সসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর** :

কথায় আছে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা । বেকারত্ব একটি অভিশাপ, একজন বেকারের দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজ থাকে না বললেই চলে । এই অবসর সময়ে একজন বেকার দ্বারা অনলাইন বা অফলাইনে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে বহু তরুণী । বেকারত্ব দূর করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে অফলাইন বা অনলাইনের যৌন নির্যাতনের পরিমাণ বহুলাংশে কমে যাবে সেই সাথে তৈরি হবে দক্ষ জনশক্তি । আমাদের দেশে অপরাধীর বয়সসীমা সুনিদির্ষ্ট নয় । যার দরুন কোন বয়স থেকে অপরাধ করা শুরু করে তা ও সঠিক করে জানা যায় না । যদি এই অপরাধ প্রবণের বয়সসীমা সুনিদির্ষ্ট করা যায়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অপরাধের মাত্রা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব । বেকারত্ব দূরীকরণ ও অপরাধের বয়সসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে নিদির্ষ্ট গোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করলেই সাইবার স্পেসে যৌন নির্যাতন রোধ সম্ভব ।

**৬.৮. পর্ণোগ্রাফিক আগ্রাসন ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসন বন্ধে দেশীয় সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা :**

পর্ণোগ্রাফি বর্তমান সময়ের জন্য খুবই বড় একটা সমস্যা । এর আগ্রাসনে উঠতি বয়সি তরূণ তরূণীরা সহজে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে । পর্ণোগ্রাফির কারণে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে । বিদেশী এই অপসংস্কৃতি খুব সহজেই বর্তমান সময়ে তরূন-তরূনীদের বিভিন্ন ধরনের যৌন অপরাধের দিকে ধাবিত করছে । যদি দেশীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার চালানো যায়, তাহলে এই অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করা সম্ভব । বর্তমান সময়ে সাইবার স্পেসে যৌন হয়রানীর ঘটনার পেছনে অন্যতম বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে এই পর্ণোগ্রাফি । বিদেশি অপসংস্কৃতির এই করাল গ্রাসে বর্তমানের উঠতি বয়সি তরুনরা বিকৃত মানসিকতার দিকে নিজের অজান্তেই নিমজ্জিত হচ্ছে । যার দরুন বাড়ছে সাইবার স্পেসে যৌন হয়রানির ঘটনা । পর্ণোগ্রাফি ও বিদেশি অপসংস্কৃতির নিয়ন্ত্রন করে দেশীয় সংস্কৃতির সুস্থ চর্চা করার মাধ্যমে সাইবার স্পেসে যৌন নির্যাতন রোধ করা সম্ভব ।

**৬.৯. ভাইরাল সংস্কৃতির বিলোপসাধন :**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক ও বিস্তৃত । অনেকক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর পোশাক, দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধরন ইত্যাদি বিবেচনায় ভুক্তভোগীর নীতি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের মাধ্যমে ভাইরাল করা হয় ভুক্তভোগীকে । যার ফলে ভিক্টিম ব্লেমিং এর শিকার হচ্ছেন ভুক্তভোগীরা । অপরাধীকে ভাইরাল করার প্রবণতাও ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায় । অনেকক্ষেত্রে মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার হন অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি । অপরাধী কে ভাইরাল করলে তার সংশোধনের সুযোগ কমে যাওয়ার পাশাপাশি সমাজে তার পুনরায় একীভূত হওয়া ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । আমাদের এ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে ভাইরাল করতে হবে অপরাধ সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, শাস্তির বিধান প্রভৃতি, যা সম্ভাব্য অপরাধীদের অপরাধ সংঘটনে অনুৎসাহী করবে ।

**৬.১০. সন্তানদের সাইবার এক্টিভিটির উপর পিতামাতার নজরদারি :**

বিভিন্ন পর্নোগ্রাফি এবং এডাল্ট সাইট গুলো সঠিকভাবে একজন তরুনকে মানসিক দিক থেকে বিকশিত হতে বাধাগ্রস্থ করে । কেবল মাত্র এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে সমাজের বড় একটি অংশকে ভবিষ্যৎ এর যৌন অপরাধের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে বাচানো সম্ভব । সাধারনত তরুনরা পর্নোগ্রাফির ব্যাপারে জেনে থাকে স্কুল এর সময় থেকে । অভিবাবকরা চাইলে খুব সহজেই এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রন করতে পারেন । তরুণদের ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমটিতে পর্নোগ্রাফির সাইটগুলো প্রাইভেসি সেটিংস এর মাধ্যমে ব্লক বা ডিসেবল করে রাখার মাধ্যমে এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব ।

**৬.১১. সাইবার স্পেসে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানে জিরো টলারেন্স নীতির প্রয়োগ :**

প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও সহজলভ্যতার কারণে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলের নিকট পৌঁছে যাচ্ছে ইন্টারনেট সুবিধা। এর ফলে সাইবার স্পেসে বাড়ছে অপরাধপ্রবনতা । যারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন তাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু । তাই নারী ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানে চাই জিরো টলারেন্স নীতির প্রয়োগ । প্রয়োজনে প্রচলিত আইন সংশোধনের মাধ্যমে অপরাধীদের দ্রুততম সময়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের মাধ্যমে অপরাধপ্রবনতাকে অনুৎসাহী করতে হবে । উন্নত দেশগুলোর আদলে নারী ও শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সাইবার জগতকে আরও নিরাপদ করতে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসতে হবে । পাশাপাশি নারী ও শিশুদের সাইবার স্পেসে হয়রানির ধরণ সম্পর্কে অবহিতকরণের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে । ব্যাক্তিগত তথ্য ও এর সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা এবং শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।

**৭. পরিসমাপ্তি**

আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার স্পেসে যৌন হয়রানি বা যৌন নিপীড়নমূলক কর্মকান্ড পুরো পৃথিবীজুড়েই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে । বিশ্বায়নের এই সময়ে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে আমাদের এই বাংলাদেশেও এর ব্যাপক প্রকোপ বিদ্যমান বিশেষভাবে নারী-জনগোষ্ঠীর উপর । বাংলাদেশের মত তৃতীয়বিশ্বের একটি দেশের রক্ষণশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে সাইবার স্পেসে যৌন হয়রানি কিংবা যৌন নিপীড়নের শিকার একজন নারীর জীবন হয়ে ওঠে আরও দুর্বিষহ, ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে একজন ভুক্তভোগীকে মেনে নিতে হয় সীমাহীন আত্মগ্লানি আর সামাজিক লাঞ্চনা । যেখানে ঘৃণ্য অপরাধীর দিকে অঙ্গুলিপাত করার বদলে সমাজ তীর্যক সব প্রশ্নে জর্জরিত করে ভুক্তভোগীকে, ভুক্তভোগীর পরিবার-পরিজনদেরকে । অনেক ভুক্তভোগী সমাজের এরকম উদ্ভট অবস্থানের কথা ভেবেই থেকে যান আড়ালে, অপরাধীদেরকে প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে চলা এই সমাজে প্রতিদিন ঘটে চলে ঘৃণ্যসব সাইবার অপরাধ ।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সচেতনতা, সাইবার স্পেসে পর্যাপ্ত নজরদারি ও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ, ভুক্তভোগীর প্রতি সমাজের সহানুভূতিশীল ও সাহায্যপূর্ণ আচরণ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ তৎপরতা ও পর্যাপ্ত ভিকটিম সাপোর্ট নিশ্চিত করা এবং সাইবার অপরাধ নির্মূলে সংশ্লিষ্ট তথা বিদ্যমান আইনসমূহের যথাযথ ও যথাবিহিত প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে, এই সমাজ সকল নারীদের জন্য হয়ে উঠবে প্রকৃতঅর্থে সহায়ক, অনুপ্রেরণাদায়ক ও নিরাপদ ।

সর্বোপরি, সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রয়াসে যথাযথ তৎপরতা ও সচেতনতামূলক উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়নের দ্বারাই সুন্দর, নিরাপদ ও নারী-পুরুষ সমান-অংশগ্রহণমূলক একটি সমাজ বির্নিমান করা সম্ভব ।